৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা,৫ বৈশাখ – ১১ বৈশাখ, ১৪২৭ ঃ ১৮ এপ্রিল – ২৪ এপ্রিল, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 25, 18April - 24 April, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল
AB ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: করোনা সংক্রমণের দুনিয়ায় এখন হাইড্রোক্লোরোকুইনের

চাহিদা তুঙ্গে। একসময় অ্যান্টি ম্যালেরিয়া ড্রাগ তৈরিতে বেঙ্গল কেমিক্যাল ছিল সেরা প্রতিষ্ঠান। এবার তাদের মানিকতলা কারখানায় ক্লোরোকুইন তৈরির ছাড়পত্র দিল সরকার।

রবিবার : লকডাউন চলছেই। তা আরও বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়ে রাজ্য সরকার স্কুল, কলেজ সহ সব শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান আগামী ১০ জুন পর্যন্ত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। নববর্ষ ও হাতখাতার প্রকাশ্য অনুষ্ঠানও এবার বাতিল।

সোমবার : দেশের ২০ লক্ষ মুদির দোকানকে 'সুরক্ষা স্টোর' হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত

নিল কেন্দ্র। দোকানের কর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রীর সঙ্গে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

মঙ্গলবার : বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ ও

ডি জি বীরেন্দ্র পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশ সীমান্ত।

বুধবার : আগামী ৩ মে লকডাউনের সময়কাল বাড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া

ভাষণে লকডাউনের সময় ৭দফা নিয়ম পালনেরও অনুরোধ করেন তিনি। ঠিকঠাক চললে মিলতে পারে কিছু ছাড়ও।

বৃহস্পতিবার : ২০ এপ্রিল থেকে হটস্পট বাদে বাকি এলাকায় কিছু ছাড় ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। এই সঙ্গে ঘোষিত হল

হটস্পটের নাম। এ রাজ্যের চার জেলা কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর হটস্পট হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা রয়েছে স্পর্শকাতরের তালিকায়।

শুক্রবার : রাজ্যে জোড়া ধাক্কা। সরকারি হিসাবে গত ২৪ ঘন্টায় সর্বাধিক ২৪ জন আক্রান্ত হল

রাজ্যে। মৃত সংখ্যা হল দুই অঙ্ক ১০। এরই পাশাপাশি রাজ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের সংক্রামিত হওয়ার খবর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ওপারে ঝলসে যাচ্ছে ফসল, এপারে হাহাকার

কল্যাণ রায়চৌধুরী : করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় লকডাউন সহ নানা বিধিনিষেধের পাশাপাশি খাদ্য সংকট এড়াতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার রবি ফসল কাটায় ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করতে শুরু করেছে। এই সিদ্ধান্তে চাষিরা কিছুটা আশার আলো দেখলেও এক অদ্ভুত সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ও বসিরহাটের সীমান্ত এলাকার চাষিরা।

বনগাঁ ও বসিরহাট পুলিশ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। বনগাঁর ৪২.২ কিমি এবং বসিরহাটের ৮৭ কিমি জুড়ে টানা রয়েছে সীমান্ত রেখা। এই রেখা থেকে দেড়শো গজ ভিতরে দেওয়া রয়েছে কাঁটা তারের বেড়া। অর্থাৎ কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে একরের পর একর ভারতের জমি পড়ে রয়েছে নো ম্যানস ল্যান্ড হিসাবে। রয়েছে বিশাল জলাশয়ও। যুগের পর যুগ ধরে এই বিস্তীর্ণ পড়ে থাকা জমিতে চাষ করেন এপারের চাষিরা। প্রতিদিন বিএসএফের কাছে ভোটার ও আধার কার্ড জমা দিয়ে ওপারে গিয়ে চাষ করে ফিরে কার্ড ফেরত নেয়। এভাবেই চলে আসছে বছরের পর বছর। এবারেও তারা চাষ করে, ফসল ফলায়। কিন্তু করোনা ঠেকাতে বিধি নিষেধ জারি হতেই সিল করে দেওয়া হয় সীমান্ত। বন্ধ হয়েছে ওপারে যাওয়া। এপারে দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে ওপারে

করোনার রক্তচক্ষু

বোনা বিস্তীর্ণ জমির ফসল জলের অভাবে ঝলসে যাচ্ছে, খেয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের গরু। বেকার হয়ে যাচ্ছে সব মেহনত।

এছাড়াও রয়েছে কয়েক হাজার বিঘার জলকর। সেখানে মাছ চাষও করেছেন অনেকেই। কিন্তু সীমান্তরক্ষীদের কড়াকড়িতে সবই এখন বেওয়ারিশ। কাঁটাতারের এপার থেকে চাষিরা অসহায় চোখে দেখছেন তাদের সর্বনাশ। বনগাঁর পলাশ রায়, প্রবীর মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মণ্ডল জানান, নিজেদের জমিতে যাবার জন্য বনগাঁ বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বাগদা ব্লকের রহিম মণ্ডল, মহব্বত মণ্ডলরা জানান এভাবে আর দু-চার দিন চললে সমস্ত ফসলই মরে যাবে। কেউ চুক্তিতে চাষ করেছেন। কেউ আবার ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন। কিন্তু

আক্রান্ত নিয়ে বিভ্রান্তি

দক্ষিণ ২৪ পরগনায়

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত মহেশতলা থানা এলাকায় ইতিমধ্যেই তিনজনের দেহে করোনা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরমধ্যে মহেশতলা পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সেখ আফতাব কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে মারা যান। তার পরিবারের ৯জনকে প্রশাসন এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের কোয়ান্টিনে পাঠায়। ১৮ জন প্রতিবেশিকে মহেশতলার মাতৃসদনে রাখা হয়। এসবই সূত্রের খবর। কারণ জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ করোনা আক্রান্ত বা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। গত ১৪ এপ্রিল মহেশতলার চটা এলাকার সেখ সফিকুল নামে এক যুবকের শরীরেও করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয়। ওই দিনই সূত্রের খবর জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন রবীন্দ্রনগর-বজবজ-নোদাখালী থানা এলাকার প্রশাসনিক আধিকারিকদের ভিডিও কলে কনফারেন্স করে আরও সতর্ক হতে বলেন। কারণ মহেশতলার চট্টা এলাকায় যিনি করোনা আক্রান্ত তার দর্জির ব্যবসা আছে। সংশ্লিষ্ট থানা এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ ওই অঞ্চলে জিনিস সহ অন্যান্য দর্জির কাজ করেন। এরপর তিনের পাতায়

খুলল না রেশন দোকান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: সরকারি নির্দেশ অমান্য করছে রেশন ডিলার জয়নগরে। ঘটনায় প্রকাশ, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী এই সময়ে প্রতি দিন সকাল ৮ টা থেকে ১২ টা এবং দুপুর দুটো থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত রেশন দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। অথচ জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বহড়ু সমবায় সমিতির রেশন দোকান থেকে এই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এখানে সকাল ৯ টা থেকে এগারোটা এবং বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা অব্দি রেশন দেওয়া হচ্ছে। এরপর তিনের পাতায়

খাদ্য দফতরের বিজ্ঞপ্তিকে অমান্য

বরুণ মণ্ডল : রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের 'বিজ্ঞপ্তি'কে সম্পূর্ণরূপে অমান্য করছে কলকাতা তথা রাজ্যের রেশনের মাধ্যমে দেওয়া নীল কেরোসিন তেলের দোকানগুলি। রাজ্যের খাদ্যও সরবরাহ দফতরের ভোগ্যপণ্য অধিকার, অধিকর্তা চলতি এপ্রিল মাসের ১ তারিখ বিজ্ঞপ্তি (আইসিএ-৭০২(৮)/২০২০) দিয়ে জানায়, ১ এপ্রিল, ২০২০ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার নীল কেরোসিন তেলের ভর্তুকি সমেত দাম লিটার প্রতি ৯ টাকা ৯২ পয়সা কমিয়েছেন। এর ফলে, স্থানীয় বিক্রেতার কাছে এপ্রিল মাসের প্রাপ্য নীল কেরোসিন তেল যা ১ এপ্রিল, ২০২০ বা তার পরে পৌঁছবে, তার দাম বর্তমান খুচরো দামের থেকে প্রতি ৯ টাকা ৯২ পয়সা কমে যাবে। এবং হ্রাসপ্রাপ্ত দামের সঙ্গে পণ্য ও পরিষেবা কর যুক্ত হয়ে খুচরো দাম নির্ধারিত হবে। কিন্তু কলকাতা রেশন কার্ডের মাধ্যমে দেওয়া খুচরো নীল কেরোসিন তেলের দোকানগুলি লিটার প্রতি ৪২ টাকা দামে নীল কেরোসিন তেল বিক্রি করছে দিনে দুপুরে। কোনরূপ বিল ছাড়াই। এরপর তিনের পাতায়

অ্যাম্বুলেন্স করে যাতায়াত বহিরাগতদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ: রাস্তাতে অটো বের হলেই অটোর সামনে চুন দিয়ে লেখা জ্বল জ্বল করছে রোগী। অ্যাম্বুলেন্স ও তার বৈধতা সুযোগ নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাত্রী পরিবহন করে চলেছে। লকডাউনে যাতায়াত নিষিদ্ধ। তারপর বাইরে গিয়ে আটকে পড়া পরিযায়ীরা বাড়িতে ফিরতে মরিয়া। সেই সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু অ্যাম্বুলেন্স ও অটো চালকের পোয়া বারো। অতিরিক্ত টাকা ভাড়া পকেট ভরতে ব্যস্ত। কিন্তু কে জানে সকলের অজান্তে করোনা যে গ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না একথাটা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে না। অগত্যা গ্রামের মধ্যে বহিরাগতদের অবৈধ ভাবে প্রবেশ আটকাতে সচেতনতা গড়ে তুলে সন্দেহজনক গাড়ি গুলিতে চেকিং শুরু করলো। আর চেকিং শুরু হতেই অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগী সেজে একজায়গা থেকে অন্যত্র যেতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ল বহিরাগতরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে এমন রহস্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার পালবাড়ি এলাকায়।

এরপর তিনের পাতায়

ত্রাণ নিয়ে চলছে দলবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ঝড় বিধ্বস্ত কোচবিহার ২ নং ব্লকের মরিচবাড়ি গ্রামে মিলছে না ত্রাণ। আর এই ত্রাণ বন্টন নিয়ে চলছে চূড়ান্ত দলবাজি। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে শনিবার সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল মরিচবাড়ি

– খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর চত্বর। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে তার অফিসে ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হলেন ঝড় বিধ্বস্ত এলাকার অসহায় গ্রামবাসীরা।

গত ৯ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ প্রবল বেগে কালবৈশাখী ঝড় আছড়ে পড়ে কোচবিহার জেলার অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি কোচবিহার ২নং ব্লকের মরিচবাড়ি – খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলী টৌপথি, ডুডুমারি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। নিমেষের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার পাঁচ শতাধিক বাড়িঘর ধুলিস্যা হয়ে যায়। উপড়ে যায় প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রিক পোল, ভেঙে পড়ে প্রচুর গাছ। মৃত্যু হয় মধ্য মরিচবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ৬৩বর্ষীয় অখিল সূত্রধর নামে এক ব্যক্তির। গুরুতর আহত হন এই ঝড় বিধ্বস্ত এলাকার প্রায় ২৫জন। এর মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিসাধীন।

এরপর তিনের পাতায়

জলের আকাল বাওয়ালী জুড়ে

প্রশ্ন ঃ হাত ধোব যে, একটু জলপাই কোথায়?

নির্মল গোস্বামী : বিশ্বজোড়া করোনা ভাইরাসের হাত থেকে মুক্তির উপায় হল সংক্রমণকে আটকানো। আর এই আটকানোর জন্য চাই শরীরী দূরত্ব বজায় রাখা এবং ঘনঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া পরিষ্কার জলে। আমরা জানি ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে হবে। আর ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে জল লাগবে প্রায় ২ লিটার। একজন মানুষ যদি দিনে ৫ বার হাত ধোয় তাহলে জল লাগবে ৫×২=১০ লিটার। একটা পরিবারে যদি ৫ জন সদস্য থাকে তাহলে শুধু হাত ধুতে সেই পরিবারের জল লাগবে ১০×৫=৫০ লিটার। এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম জল প্রকল্পের (ডোঙাড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) আসেপাশে গ্রামের জলছবিটা কেমন তা নিয়ে বছর খানেক আগে আমি একটি তথ্যভিত্তিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় আলিপুর বার্তায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুরের বেশির ভাগ গ্রামেই জল সরবরাহের লাইন থাকলেও কল দিয়ে জল পড়ে না। জলপ্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন যে এই প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনও যে চলছে সেটা ভালো বলতে হয়। সরবরাহ ক্ষমতার থেকে বেশি কানেকশন দেওয়া হয়েছে প্রতিটা অঞ্চলে, তাই সকলে জল পাচ্ছে না। নতুন প্রজেক্ট না হলে কোনও কিছু করা যাবে না। এলাকায় ঘুরলেই দেখা যাবে অবৈধ সংযোগের সংখ্যা ছাপিয়ে গিয়েছে অনুমোদিত সংখ্যাকে। অভিযোগ, রাস্তার ধারে ধারে যারা বাড়ি করেছে, আবাসন করেছে তারা মোটর দিয়ে জল টেনে নিচ্ছে। ফলে দূরের লোকজন পাচ্ছে

না। রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় এই অবৈধ কানেকশন কাটতে কেউ রাজি নয়। না প্রশাসন না শাসক দল। উপরন্তু নিত্য নতুন কানেকশন দেওয়া চলছে। নেতাদের যুক্তি মানুষকে তো জল দিতেই হবে। গত বছর থেকে বিভিন্ন এলাকায় এম পি-র উদ্যোগে অঞ্চলে অঞ্চলে অনেক টিউবওয়েল বসেছে। কিন্তু তাতে এই সব অঞ্চলে ৩০ লিটার জারের জল বিক্রির রমরমা ব্যবসা কমেনি। জল প্রকল্পের লাগোয়া গ্রাম গদাখালীতে (আব্দুল জব্বার খ্যাত ইলিশ মারি'র চর) ও জল বিক্রির দোকান চোখে পড়ে। বাওয়ালী জমিদার বংশের সন্তান সমর মণ্ডল অভিযোগ করে বলেন যে দিনে দুবার মাত্র জল আসে। তাও সরু সুতোর মতো। আমরা হ্যান্ড পাম্প দিয়ে খাবার জল ধরি। তাও মাত্র ১০ মিনিট করে থাকে। অনান্য বাসিন্দা বাসুদেব দাস, গৌতম মণ্ডল একই ভাবে জল সমস্যার কথা বলেন। তাদের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন ও নেতারা সব জানে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় না। আবেদন আমাদের কথা একটু লিখুন দাদা। দক্ষিণ বাওয়ালী অঞ্চলের চকেতবাটি বাসিন্দা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বাসুদেব কাপড়ী গলা মেলেলেন একই অভিযোগে। তিনি বলেন ২০৮ নম্বর বুথে প্রায় ১০০০ জন ভোটার। এখানে একদমই জল পড়ে না। এলাকায় পাঁচটা টিউবওয়েল করেছিল। বর্তমানে তার তিনটে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আমরা সরকারের নির্দেশ মতো ঘন ঘন হাতে ধোবার জল পাবো কোথা? বিস্তৃত এলাকার সর্বত্র একই চিত্র। এগুলি কয়েকটি নমুনা মাত্র। দূষিত জলের জন্য এককালে কলেরায় গ্রামকে গ্রাম উজার হয়ে যেতো। আজ যদি গ্রাম বাংলায় কমিউনিটি সংক্রমণের চেহারা নেয় করোনা তাহলে হাত ধোবার জলের অভাবে সংক্রমণের চেহারা কেমন হবে তা ভাবতেই ভয় হয়।

হকারদের আয় বন্ধ সঙ্কটে পরিবারগুলি

মলয় সুর, হুগলি : করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সঙ্গে লকডাউনের জেরে সমস্ত ট্রেনের

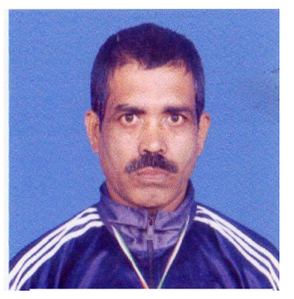

চাকা বন্ধ হতেই রুটির রুজি বন্ধ হয়ে গেছে রেল হকারদের। দৈনিক কাজ হারিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে সামান্য পুঁজিটুকু আজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হকারদের পরিবারে হাহাকার উঠছে। তাদের ঘরে এখন উনন জ্বলছে না। অনেকেই মুড়ি জল খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। পূর্বরেলের মেন লাইনে হাওড়া-বর্ধমান শাখায় হকারের সংখ্যা প্রায় এক হাজার, প্রতিদিন ইএমইউ লোকাল ট্রেনের কামরায় গৃহস্থালির টুকিটাকি, বিভিন্ন মরসুমি ফল, বই থেকে মুখরোচক খাবার, লজেন্স, বাদাম চাক ফেরি করেন তারা। বৈদ্যবাটী চক অঞ্চলে এমনই এক হকার গোয়ালপাড়া এলাকার বাসিন্দা জয়দেব দাস। সেই ১৯৯৮ সাল থেকে পূর্বরেলের মেন লাইনে এটিএম কভার, মাস্থলি কভার, রেশন কার্ডের কভার, হেয়ার ব্রাশ, সেফটিপিন ইত্যাদি বিক্রি

করেন। ২২ মার্চ ট্রেন বন্ধ হতেই পুরো পরিবারের মাথায় হাত। এমন কি শ্রীরামপুরে লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করত তাঁর স্ত্রী। তাও আপাতত বন্ধ রয়েছে। পরিবারে দুই মেয়ে। সদ্য বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কাটোয়া লাইনে সালারে। বাড়িতে চিন্তায় রয়েছেন। ছোট মেয়ে স্কুলে পড়ছে। ভাড়া বাড়িতে বসে ৪৯ বছরের জয়দেব বলেন সকাল সাড়ে সাতটায় বৈদ্যবাটী স্টেশন থেকে ডাউন ট্রেনে বালি। আবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ট্রেনে। দৈনিক ৩০০ টাকা আয় হত। আরও এক হকার কোন্নগরের অরবিন্দ পল্লির বাসিন্দা অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ট্রেনে পাঁপড় নিয়ে হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এরপর তিনের পাতায়

চেতনায় জাগরণে মৈরাংয়ের বিজয় আখ্যান

আশরাফুল ইসলাম : করোনা মহামারীতে পর্যুদস্ত বিশ্ব। ভাইরাসঘটিত এই মহামারীর বিস্তার ও ভয়াবহতায় বিশ্ব সভ্যতা এমন ঝাঁকুনি খেয়েছে যে বিশ্লেষক-ঐতিহাসিকরা একে বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করছেন। বাস্তবতা হয়তো এমনি।

উসবপ্রিয় বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে চৈত্র সংক্রান্তি-পহেলা বৈশাখ বহুকালের এক চিরায়ত উসব। করোনার করালগ্রাসে চিরায়ত এই উসবও চিরচেনা উদযাপনের চিত্র নিয়ে হাজির হয়নি। পথে পথে মেলায় হইহুল্লো।ে মেতে উঠা এই অঞ্চলের উসবপ্রিয় মানুষেরা ঘরবন্দি হয়ে অতীত স্মৃতি রোমমন্থন করছেন।

করোনা মহামারীর কালে বাংলা নববর্ষের মতো আরও এক গৌরবময় দিন নিরবেই কেটে গেল। এই অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মতোই মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসও গৌরবোজ্জ্বল। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে একাত্তরের

মহান মুক্তিযুদ্ধ যেমন চিরন্তন ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে তেমনি অখণ্ড ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে আজাদ হিন্দের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামও অভিন্ন গৌরবের আরেক উপাখ্যান।

বাঙালির গৌরব, অখণ্ড ভারতবর্ষের সূর্যসন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরাধীন ভারতের মুক্তির অভিযানে আজাদ হিন্দের ফৌজের বিজয় নিশান উ।ছিল ১৪ এপ্রিল ১৯৪৪-এ। পরাধীন ভারতবর্ষের মণিপুরের মৈরাং-এ নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ রাজকীয় ব্রিটিশ সেনাদের এক রক্তক্ষয়ী সমরে পর্যুদস্ত করে ভারতভূমি থেকে হটিয়ে মণিপুর অধিকার করে। আজকের এই

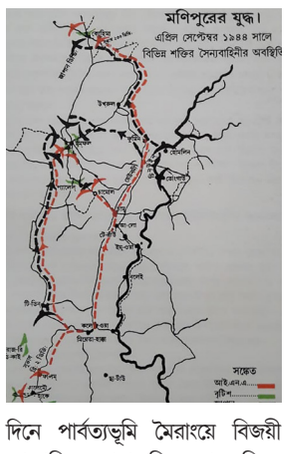

দিনে পার্বত্যভূমি মৈরাংয়ে বিজয়ী আজাদি সেনারা নিজ মাতৃভূমিতে উড্ডীন করেন স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা পতাকা। মৈরাংয়ের বিজয় আখ্যান ছ।য়ে প।ে ভারতের দূর জনপদেও। দুই শতাব্দির পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে ভারতবাসীর হৃদয়ে নূতন আকাঙ্খার ঢেউ খেলে যায়। মৈরাংয়ে সেদিনের সেনানি সর্দার-ই-জঙ' কর্ণেল শওকত মালিকের নেতৃত্বে পতাকা উত্তোলনের বিজয়গাঁথা বিভিন্ন রণাঙ্গনে আজাদি সেনাদের মনোবল বহুগুণে বা।য়ে দেয়। বীরদর্পে ভারত মায়ের দামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রচনা করেন স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাস। এই দিনটিকে অখণ্ড ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস হিসেবেও উদযাপন করেন অসংখ্য মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের সেই সংগ্রামে ছন্দপতন ঘটে আজাদ হিন্দ ফৌজের মিত্রদের যুদ্ধে পরাজয়ে। কিন্তু ব্রিটিশরা আজাদি সেনাদের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের দুর্দমনীয় যে স্বরূপ দেখতে পান তাতে ভীত হয়ে অচিরেই তারা ভারত ছে।ে পালিয়ে যায় দেশভাগ'র মতো ষ।যন্ত্রের বীজ বপণ করে। এরপর তিনের পাতায়

বন্ধ মদের দোকান, অগত্যা হাঁড়িয়ায় নির্ভর মদ্যপরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং ঃ করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের জেরে দেশ তথা রাজ্যজু।ে চলছে লকডাউন।আর এই লকডাউনের জেরে সমস্ত সরকারী মদের দোকান

বন্ধ।আর এই মদের দোকান বন্ধ থাকায় চরম সংকটে প।ছেন নিত্য মদ্যপায়ীরা।আর এই লকডাউন চললেও যেনতেন প্রকারে অতিরিক্ত দামে মদ কিনে মদ্যপান করতে ব্যস্ত মদ্যপরা।আর সেই মহান সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে কোমর বঁধে নেমে প।ছেন অবৈধ মদ কারবারীরা।৮৫ টাকার ৬৫০ মিলিগ্রাম দাদা' বিকোচ্ছে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত! ৭৫০ মিলিগ্রাম ওসি' ৩৮০ টাকার পরিবর্তে বিকোচ্ছে ১০০০ টাকায়! ৭৫০০ মিলিগ্রাম রাম' কিংবা ৭৫০০ মিলিগ্রাম হুইস্কী ব্লুল ৩৫০,৪২০ টাকার পরিবর্তে ১৫০০ টাকায় বিকোচ্ছে!৫২০ টাকা মূল্যের ৭৫০০ মিলিগ্রাম রয়্যাল স্ট্যাগ বিকোচ্ছে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত!অভিযোগ বেশি দাম দিয়েও পর্যাপ্ত পরিমাণ মদ পাচ্ছে না মদ্যপায়ীরা। এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ২৫ জানুয়ারি – ৩১ জানুয়ারি, ২০২০

ত্রাণ বিলি বন্টনে সাম্য জরুরি

সম্প্রতি দুর্যোগের এই সময়ে রাজনৈতিক নানা বিবাদ আবারও মাথা চাড়া দিচ্ছে। এই সময়ে একান্ত প্রয়োজন দলাদলির উর্দ্ধে উঠে নেতা নেত্রীদের করণীয় কাজ করা। কারন তাদের দিকে চেয়ে থাকেন দলীয় কর্মী থেকে দেশের সাধারণ মানুষ।

ত্রাণ বিলি নিয়ে এমনই অপ্রীতিকর অভিযোগ উঠেছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে রেশন দোকানে বহু জেলায় সঠিক পরিমানে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধী প্রায় সব দল। ঘটনার সত্যতা অনুধাবন করে মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য সচিবকে বদলে দিয়েছেন। অন্যদিকে ত্রাণ বিলির ব্যাপারে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক অসুস্থ প্রতিযোগিতা। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে কোনও কোনও জন প্রতিনিধি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে স্পষ্টতই অভিযোগ এনেছেন যে শাসক দলের লোকেরা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা প্রকাশ্যে ত্রাণ বিলি করলে পুলিশ তাদের না আটকালেও বিজেপি নেতা নেত্রীদের ত্রাণে বাধা দেওয়া হচ্ছে লক ডাউনের আইনের অজুহাতে। বাস্তব ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রত্যেকেই কম বেশি করোনা দুর্যোগে ভোগান্তির শিকার। রেশনে যেমন চেষ্টা চলছে খাদ্যদ্রব্য বিলি করার অন্যদিকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, সামালীর নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি এই সংস্থাগুলি তাদের সাধ্যমতো জনসেবা চালিয়ে যাচ্ছে। বহু ক্লাব, ব্যক্তি নানাভাবে এই করোনা সংকটে কাজ করছে। যা এক কথায় অভূতপূর্ব।

সাধারণের সেবা নিয়ে এই জনজাগরণের সময় রাজনৈতিক বিবাদ বিদ্বেষের বার্তা সামগ্রিক সমাজের পক্ষে দেশের পক্ষে মঙ্গল জনক নয়। প্রধানমন্ত্রী সারা দেশকে এই সংকটে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। কংগ্রেসের রাহুল গান্ধিও সরকারের পাশে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। নির্বাচন ও ভোট রাজনীতির কথা ভেবে বাংলার সর্বনাশ ডেকে আনা রাজনৈতিক ভাবে আত্মহত্যার সামিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় লকডাউনের জেরে কম বেশি অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে কোনও কোনও এলাকা। প্রশাসন সর্বতভাবে চেষ্টা করছে তবুও সাধারণের হুশ তেমনভাবে ফিরছে না। করোনা ভাইরাস কোন জাত, সম্প্রদায় রাজনীতি বোঝে না। বিশ্বের উন্নত দেশগুলি বিপর্যস্ত। দেখে এবং ঠেকে শিক্ষা না নিলে সমাজের ধ্বংস এবং মানুষের মৃত্যু মিছিল আটকানো কঠিন হয়ে উঠবে। এই সত্যটা সব দিক দিয়েই প্রচার করা অত্যন্ত জরুরি। জন প্রতিনিধি রাজনীতিকরা এই বার্তা যত সঠিকভাবে তাদের অনুগামীদের কাছে পৌঁছে দেবেন ততই মঙ্গল। এই নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুড়ি হলে সার্বিক অমঙ্গল ডেকে আনবে।

শিল্পীকূল অধিকাংশই তাদের বার্তা সামাজিক মাধ্যমে দিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন জগতের সেলিব্রেটিরা তাদের ভাবনা অহরহ শেয়ার করছেন সামাজিক মাধ্যমে। ডাক্তার নার্স সাফাই কর্মী বিদ্যুৎ কর্মীদের মতোই সংবাদ কর্মীরাও ঝুঁকি নিয়ে মানুষের হয়ে মানুষের দরবারে সেবা করে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে চাল ডাল তেল নুন নিয়ে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার প্রবণতা আটকানো অত্যন্ত সময়োচিত পদক্ষেপ।

শ্রীঈশোপনিষদ

তাৎপর্য

এমনই সুন্দরভাবে ভগবান সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন এবং তিনি কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের জন্য যা আলাদা করে রেখেছেন, তা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এবং আমাদের সব সময় বিবেচনা করা উচিত, যে সমস্ত জিনিস আমরা গ্রহণ করছি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কার।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একটি বাড়ি তৈরি হয় মাটি, কাঠ, পাথর, লোহা, সিমেন্ট এবং এই ধরনের সমস্ত জড় পদার্থ দিয়ে, এখন আমরা যদি ঈশোপনিষদের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করি, তা হলে আমরা জানতে পারব যে, এর কোনওটিই আমরা তৈরি করতে পারি না। আমরা কেবল আমাদের শ্রম দিয়ে সেগুলি জড়ো করে সেগুলিকে বিভিন্ন রূপ দান করতে পারি। কোনও শ্রমিক তার কঠোর শ্রম দিয়ে কোন কিছু তৈরি করার জন্য তার মালিকানা দাবি করতে পারে না।

আধুনিক সমাজে শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে সর্বদাই ভীষণ সংঘর্ষ হচ্ছে। এই সংঘর্ষ একটি আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে এবং তার ফলে সমস্ত পৃথিবী বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মানুষে মানুষে শত্রুতা হচ্ছে এবং তারা কুকর-বেড়ালের মতো ঝগড়া করছে। শ্রীঈশোপনিষদের জ্ঞান কুকুর-বেড়ালকে উপদেশ দান করার জন্য নয়, তা সদ্‌গুরুর মাধ্যমে মানুষের প্রতি পরমেশ্বর ভগবানের বাণী প্রদান করছে। মানব সমাজের কর্তব্য হচ্ছে ঈশোপনিষদের এই বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করা এবং জড় বস্তুর মালিকানা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ না করা। পরমেশ্বর ভগবান কৃপা করে আমাদের যতটুকু সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন, তা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কমিউনিস্ট, ক্যাপিটালিস্ট অথবা অন্য সমস্ত দলগুলি যদি প্রকৃতির সম্পদের উপর মালিকানা দাবি করে, তা হলে মানব-সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়, কেননা প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি। ক্যাপিট্যালিস্টরা যেমন রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারা কমিউনিস্টদের দমন করতে পারবে না, তেমনই কমিউনিস্টরা তাদের রুটির লড়াই করে ক্যাপিটালিস্টদের পরাস্ত করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তা তারা পরমেশ্বর ভগবানের মালিকানা স্বীকার করছে, ততক্ষণ যে সম্পত্তি তারা তাদের নিজেদের বলে দাবি করছে, তা সবই হচ্ছে চুরি করা সম্পদ। সেই অপরাধের জন্য তাদের প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডভোগ করতে হবে। পারমানবিক বোমাগুলি এই উভয় গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করবে। তাই তাদের রক্ষা করার জন্য এবং জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য

ফেসবুক বার্তা

করোনাত্তর যুগের ব্যাটন হাতে নিক কেনারাম'রা

যেকোনও সপ্তাহের শুরু ও শেষ আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতো শেয়ার বাজারেও বিশাল প্রভাব ফেলে থাকে। এই ভারতীয় শেয়ার বাজারের কথাই বলা যাক না। মাস খানেক ধরে যেভাবে ধেড়িয়েছে নিফটি ও সেনসেক্স তাকে একটু ক্রিকেটিয় পরিভাষায় বলা চলে ওপেনিং জুড়ির ব্যর্থতা। আবার সেই অর্থবাজারই এই সপ্তাহের গোড়ায় ঝকঝকে দুটো দিন উপহার দিল। একে আবার গালভরা কথায় বলা যায় মিডল অর্ডারের সাফল্য। তবে এটাই কষ্টের যে মিডল অর্ডার কিছুতেই টিকে থাকতে পারল না। করোনার করাল ডেলিভারির ঠেলায় ঝপাঝপ উইকেট পতন হল নিফটির বড় পতনের হাত ধরে। তাও এই খারাপ আবহেও মিডক্যাপের তেড়েফুঁড়ে বাড়াটাও কোনও অংশে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিছুতেই। এখন দেখার এই সাফল্যের ছটা আরও কতটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কারণ, এরপর নিশ্চিতভাবে বাজারের মুখ ওপরের দিকে তুলে রাখতে মিডল অর্ডারের পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে টেল এন্ডারদের। তবে হয়তো আরও বড় মুভ লক্ষ্য করা যাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। এই মুহূর্তে ভারতীয় নিফটি যতক্ষণ ১০ হাজারের ওপর থাকছে ততক্ষণ অন্য কোনও কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কিন্তু ৯ হাজার ভেঙে নিফটি যদি ট্রেড করতে থাকে তবে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা তাই লগ্নিকারীদের ট্রেডিংয়ে বেশি ঝুঁকি না নিতে পরিহাস করে বলছেন, এখনকার এই সন্ধিক্ষণে টি—২০ খেলতে যাবেন না মোটেই। আপাতত ফ্রিজে টিকে থাকলেই রান আসবে বলে অভিমত তাঁদের। বলাবাহুল্য, এই রান আসা বলতে শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে লগ্নিকারীদের সংযম বজায় রেখে বিনিয়োগে যেতে বলছেন তা পরিস্কার। রোজ রোজ পজিশন না রেখে ইন্টারডে কেনাবেচা সাঙ্গ করে হাত খালি রাখার সুপারিশও করছেন তাঁরা। নিফটি ও সেনসেক্সের জন্য বেশ কিছু সীমা—পরিসীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, ৯,৩০০র ওপর ক্লোজিংটা খুব জরুরি। এটা ভেঙে বন্ধ করলে টেকনিক্যালি অনেক খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেটা হবে অবশ্য ধাপে ধাপে। আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থবাজারের কিছু নেতিবাচক বার্তা আগামীতে প্রভাব ফেলতে পারে অর্থবাজারে। বিদেশি এই উথাল—পাতালের মাঝে পড়ে নড়ে যেতে পারে লগ্নিকারীদের আত্মবিশ্বাস। এসব হয়তো হবে ভোট পর্ব চূড়ান্ত হওয়ার পর। যা চিন্তায় রাখবে আগামী কিছুদিনের জন্য তো বটেই। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে হিসেবটা কষছেন সেই অনুযায়ী ৯,১০০—১০,১০০ হল নিফটির বড় লাইফলাইন। এই হাজার পয়েন্টের খেলাটাই চলতে পারে এখন। এর মধ্যে নিফটি ৯, ৪০০ র মধ্যে ভালো একটা সাপোর্ট খুঁজে নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এই জায়গাটা ভেঙে গেলেই মুশকিল। সে জন্যই এতটা গুরুত্ব পাচ্ছে এই ক্লোজিং। বুল বেয়ারের যে দ্বন্দ্বটা চলছে তারও একটা এসপার—ওসপার হওয়া বিশেষ জরুরি। এটা যে তেজি বাজার চলছে তা বোঝানো যেমন দরকার বুলদের জন্য, ঠিক তেমনই বেয়ারদের প্রমাণ করার তাগিদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়ে হ্যায় বেচুবাবু কা জমানা।

নববর্ষে পুলিশ কর্মীদের হাতে তুলে দিলেন সাবান ও মাস্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সময় বা।ই নিষ্ঠুর,বাস্তব ব। রুক্ষ। বর্তমানে নভেল করোনা ১৯ এর দাপটে এমনই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে চলছে সমগ্র দেশ তথা বিশ্ব। যেকোন মুহূর্তে করোনায় সংক্রমণ হয়ে মৃত্যু ঘটে যেতে পারে। করোনার ভয়ে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষজন।সামাজিক দুরত্ব বিরুদ্ধে ফ্রন্ট লাইনে জীবন উপেক্ষা করে ল।ইয়ে সামিল ক্যানিং মহিলা পুলিশ থানায়। পুলিশ কর্মীদের হাতে তুলে দিলেন সাবান ও মাস্ক। জানালেন নববর্ষের শুভেচ্ছা।সমাজসেবী তথা সুন্দরবনের কবি ফারুকের এমন সচেতনার প্রশংসা করেছেন

ও মুখে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক এমনই নিয়ম জারী করেছে রাজ্য সরকার।সরকারের এমন উদ্যোগে সামিল হয়ে সুন্দরবনের সর্বত্র সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন সুন্দরবনে সমাজসেবী তথা কবি ফারুক আহমেদ সরদার।মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষের সকালে নীম পাতা ও হলুদের পরিবর্তে মাস্ক ও সাবান নিয়ে হাজীর করোনার মহিলা থানার পুলিশ কর্মীরা। সমাজসেবী ফারুক জানিয়েছেন করোনার বিরুদ্ধে চিকিসক,পুলিশ এবং সংবাদ মাধ্যম মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে সম্মূখ সমরে করোনার বিরুদ্ধে ল।ই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের নিরাপত্তা জরুরী। তাঁরা না থাকলে করোনা কে প্রতিরোধ করবে কারা?তাঁদের সুরক্ষার জন্য আমার এই সামান্য উদ্যোগ।

ত্রাণ দিয়ে জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা নিয়ে চলছে এক অসহ্য যন্ত্রণা। সেই অভিশাপ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তুমুল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও করোনা দফায় দফায় তার বেগ বাড়িয়ে চলেছে। আর এই বেগ বেড়ে যাওয়ায় করোনা ভাইরাসে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।আর আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না।এমনই সংকটময় মুহূর্তে নিজের জন্মদিনেই দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণ তুলে দিয়ে জন্মদিন পালন করলেন সুন্দরবনের যুবক আদিত্য সরদার।বৃহস্পতিবার সকালে বাসন্তী ব্লকের চুনাখালির বড়িয়া গ্রামের নিজের বাড়িতেই এলাকার দুঃস্থ মানুষজনদের কে ডেকে এনে ত্রাণ হিসাবে তুলে দিলেন নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী। এদিন এলাকার প্রায় ৭০ টি অসহায় পরিবারের হাতে আদিত্য বাবু তাঁর মা বাদলী সরদারের হাত দিয়ে এমন ত্রাণ তুলে দেন দেন অসহায় দরিদ্রদের হাতে। পাশাপাশি সাধারণ দরিদ্র মানুষজনদের কে অনুরোধ করে বলেন আপনারা আশীর্বাদ করুন আমার ছেলেকে।

আদিত্যবাবু এদিন এমন ভাবে জন্মদিন পালন করায় এলাকার সাধারণ মানুষজন খুবই খুশি। স্থানীয় সমাজসেবী মোহন চন্দ্র সরদার,দেবাশীষ বৈরাগী,কালিপদ সরদাররা বলেন আদিত্য সরদার এমনইতেই একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। এলাকায় প্রায়ই সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি আজ এই সংকটময় মুহূর্তে যেভাবে দরিদ্র মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে জন্মদিন পালন করলেন তা এই সুন্দরবনের বুকে বিরল নজির দৃষ্টান্ত।

আদিত্যবাবু বলেন আগামী দিনে এই সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকে অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কে সহযোগিতার জন্য একটি বৃদ্ধাশ্রম করে তে চাই। আশাকরি করোনার পরই সেই কাজ শুরু করে দেবো এবং উপকৃত হবে অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধারা।

বিধায়কের নেতৃত্বে মহেশতলায় কমিউনিটি কিচেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মারণ ছোঁয়াচে নভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রাজ্য জুড়ে ঘরবন্দী মানুষকে সাহায্য করতে প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসার পাশাপাশি মহেশতলার বিধায়ক ও স্থানীয় পুরপ্রধান দুলাল দাস তার সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে প্রতিদিন ২,৩০০ জন দুঃস্থ মহেশতলাবাসীকে রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি স্বয়ং রাধুনিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুঃস্থ মানুষদের স্বার্থে রান্নার কাজে সহায়তা করছেন। দুলালবাবু জানান, লকডাউন যতো দিন চলবে ততোদিনই দুঃস্থ মহেশতলাবাসীর স্বার্থে আগামী ৩ মে পর্যন্ত এই পরিষেবা প্রদান করা হবে। করোনার মধ্যে মহেশতলার সর্বমোট ২৮৪ বুথের ভিতরে বুথ প্রতি ৫০ জন করে দুঃস্থ মহেশতলাবাসীকে আমরা রান্না করা গরম গরম খাবার দেব। আমার নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয়

থেকে সর্বমোট কমবেশি ১৪,৩০০ জনকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি জল দফতরের সিআইসি পীযূষ দাসের ওয়ার্ডে রান্না হচ্ছে। মহেশতলার মোট কমবেশি ১ লক্ষ ৭১ হাজার জনকে আমরা এই খাবার দেব। ১২ এপ্রিল থেকে আগামী ৩ মে'র পরেও যদি প্রয়োজন হয়, তাহলেও আমরা খাবার দেব। দুলালবাবু আরও বলেন, আমরা চাই যাদের রেশন কার্ড নেই, খাবার নেই তাদের ঘরে কিছুটা হলেও অন্ন পৌঁছে দোর একটা চেষ্টা করছি। এর পরেও যদি কোনও মানুষের কাছে খাবার না যায়, তারা আমাদের কাছে সরাসরি জানাক, আমরা তাদের খাবারের ব্যবস্থা করবো। করোনা ভাইরাসের প্রতি উদ্বিগ্ন না হয়ে, মানুষ ঘরে থাকুক। আপাতত ৩ মে পর্যন্ত। মানুষ চিকিৎসক ও সরকারের পরামর্শ ও নিয়ম মেনে ঘরে থাকুক। আতঙ্কিত হবেন না। এটাই বাস্তব কথা।

অসহায় মানুষদের খাবার দিলো গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের মাঝেই বহু সংস্থার পক্ষ থেকে অসহায় মানুষ দের হাতে খাদ্যদ্রব্য তুলে দেওয়ার কাজ চলছে। কেউ চাল ডাল আলু তেল কেউবা শুকনো খাবার তুলে দিচ্ছে। সোমবার সকালে জয়নগর থানায় জাঙ্গালিয়া সাহাপাড়া গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ১১০ জন অসহায় মানুষদের হাতে মুড়ি, বিস্কুট, ছাতু তুলে দেওয়া হলো। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও মুখে মাস্ক লাগিয়ে এই সব সামগ্রী গ্রহন করলেন অসহায় মানুষেরা।

নববর্ষে সচেতনতার বার্তা সমাজসেবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তা দিয়ে পা বা।লেই জ্বল জ্বল করছে লেখা গুলি। রয়েছে সতর্কতার সাবধান বানী।দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার খোদ ক্যানিং শহরের রাজপথে নববর্ষের অঙ্গীকার,করোনা কে করো পরিহার। লকডাউন মেনে চলুন,মাস্ক ব্যবহার করুন এমন লেখা দেখে থমকে দাঁ।য়ি প।ছেন সাধারণ মানুষজন থেকে গী। চালকরা।করোনার বিরুদ্ধে ল।ইয়ে সামিল হয়ে রাজপথে এমন লেখা লিখে সাধারণ মানুষজনদের কে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ক্যানিংয়ের বিশিষ্ট সমাজসেবী কার্তিক বোস। কার্তিক বাবু বলেন করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন তপরতায় ল।ই চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। রবিবার থেকে রাজ্য সরকার মাস্ক পরা বাধ্যতা মুলক নিয়ম জারী করেছে। তা স্বত্বেও বেশ কিছু মানুষজন সেই নির্দেশ অমান্য করে উপেক্ষা করে চলেছে। সরকারে পাশে সামিল হয়ে সেই সমস্ত মানুষজনদের কে সচেতন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ক্যানিং শহরের রাজপথে মো।ে মো।ে সচেতনতার বার্তা লিখে করোনা কে প্রতিহত করার চেষ্টায় নিজেকে সামিল করেছি

মানুষের পাশে বন্ধু দল এগিয়ে আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় লড়াই করা দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ালো বেহালার বারিকপাড়া বন্ধুদল ক্লাব। ১০০জন মানুষকে চাল-ডাল-আলু সহ খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট তুলে দেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। এছাড়াও সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তুলে দেওয়া হয় পাঁচ হাজার টাকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের জন্য নানা খাদ্য সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন নানা সংগঠন ও ব্যক্তি। নোদাখালী থানা এলাকার কামরা গ্রামের দেবঞ্জলী সংঘ সম্প্রতি দুঃস্থ মানুষদের ত্রাণ দিল। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিশু ও ত্রাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ রুণা দাস সাঁতরা নোদাখালী এলাকায়দুঃস্থ মানুষদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের ভিআরপি দল মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১৩,৬০০ টাকার চেক তুলে দেন। মহেশতলা থানা এলাকার মেমানপুর চন্দননগর আধিবাসীবৃন্দ দুঃস্থ মানুষদের নানা খাদ্য সামগ্রী দান করলেন।

মাস্ক বিহীন মানুষের হাতে গোলাপ তুলে দিলেন পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ লা বৈশাখ বলে কথা।ভোর বেলায় মাঠে কিংবা বা।রি দরজার সামনে আগুন জ্বেলে দেওয়া। আর তার কিছু পরেই বাটা হলুদ নীমপাতা নিয়ে বেরিয়ে প।া। এমনটা ছিল বিগত বছরগুলি। এক লহমায় সেই সব ঐতিহ্যবাহি দিনের ঘটনা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে নোভেল করোনা ১৯। বাটা হলুদ নীমপাতার পরিবর্তে ১ লা বৈশাখে রাজপথে দেখা গেল মুখে মাস্ক পরে আর হাতে স্যানিটাইজারের বোতল নিয়ে করোনা কে প্রতিহত করতে রাজপথে সচেতনতা করছেন পুলিশ প্রশাসন ও ওয়েষ্ট বেকন স্কাউটের সদস্যরা।গত বরিবার থেকে বা।রি বাইরে পা বা।লেই মুখে মাস্ক পরা বাধ্যতা মূলক। আর তাই সাধারণ মানুষজন যাতে করে সেই সতর্ক সচেতনতার বার্তা মেনে চলেন তার

জন্য ক্যানিং থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারীক অমিত কুমার হাতি'র নেতৃত্ব ক্যানিং থানার একাধিক পুলিশ কর্মী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সমরেশ দোলুইয়ের নেতৃত্ব ওয়েষ্ট বেকন স্কাউটয়ের একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।রীতিমতো মাইকিং করে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মুখে মাস্ক পরার আবেদন করে সচেতনতা করেন সাধারণ মানুষদের কে।পাশাপাশি করোনার ভেক ধরে ওয়েষ্ট বেকন স্কাউটের সদস্যদের বলতে শোনা যায় আমি করোনা। আমাকে অযথা আমন্ত্রণ করলে ধ্বংস করে দেবো আপনার পরিবার সহ এলাকার সকলকে। অযথা আমাকে আমন্ত্রণ না করে,মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন,সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখুন বা।তে থাকুন।

মঙ্গলবার সকালে ক্যানিংয়ের রাজপথে নেমে এমন অভিনব সচেতনতার পাশাপাশি মুখে মাস্কপরা বাধ্যতামূলক সচেতনতা করতে গিয়ে মাস্ক বিহীন সাধারণ পথচারীদের হাতে তুলেদিলেন রক্ত গোলাপ। মুখে পরিয়ে দিলেন মাস্ক। এমনটাই দেখা গেল নববর্ষের ১ লা বৈশাখ সকালে ক্যানিংয়ের রাজপথে।বর্তমানে করোনার করলা গ্রাসে মহামারী সমগ্র দেশ। সমগ্র বিশ্বও জর্জরিত।গ্রাস করছে ভয়াবহ মহামারী নোভেল করোনা ১৯।সেই বিপদ সন্ধিক্ষণে করোনার করাল গ্রাসের সম্মূখীন বাঙালীর বাংলা নববর্ষ।করোনার দাপটে আনন্দঘণ মুহূর্তের যেন মলিন যবনিকা।নববর্ষের ১ লা তারিখে হলুদ নিমপাতার দহরম এক লহমায় কলুসিত হয়ে ধুলিস্যা করে দিয়েছে করোনা।নিমপাতা ও কাঁচা হলুদের সেই স্বাদ গন্ধ ভুলে গিয়ে মুখে পরতে হয়েছে মাস্ক।একাধিকবার হাতের তালুতে দিতে হচ্ছে স্যানিটাইজার।জীবন তো অমূল্য দুর্লভ। ফলে পৃথিবীর বুকে করোনার করাঘাত থেকে বাঁচতে একমাত্র ভরসা মুখে মাস্ক পরা ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে আগামী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে পথ চলা। নচে মৃত্যু যে দূয়ারের অদূরে ক।া না।ছে!

ফোনেই ওষুধ চৌকাঠে পৌঁছে দিচ্ছে যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং –করোনা সংক্রমণের আতঙ্ক ছিনিয়ে নিতে পারেনি মানবিক মনুষ্যত্ববোধ।তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নজির ক্যানিংয়ের এক যুবকের। মানবিকতার অনন্যা দৃষ্টান্ত। এক ফোনেই ক্যানিং মহকুমার যেকোন প্রান্তে অসুস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জরুরি ওষুধ সহ অন্যান্য সামগ্রী বাড়ির চৌকাঠে পৌঁছে দিচ্ছেন সম্পূর্ণ নিখরচায়।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের ১ নম্বর দিঘীরপা। গ্রামের বাসিন্দা যুবক সমরেশ দোলুই। পেশায় একজন ক্ষুদ্র চাউমিন ব্যবসায়ী।

দেশজুড়ে করোনায় জর্জরিত মানুষজন। জারি রয়েছে লকডাউন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে এখন মূল অস্ত্র একটাই বাড়িতে থাকুন'। আর এমন মহামারী পরিস্থিতিতে এলাকার বয়স্ক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে একক উদ্যোগে তাঁদের হঁসেল সচল রাখার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এই যুবক। পাশাপাশি জরুরী ওষুধপত্রও।

গত ২৩ মার্চ জনতা কার্ফু চালু থেকেই নিখরচায় হোম ডেলিভারি পরিষেবা চালু করেছেন যুবক সমরেশ। নায্যমূল্যের একান্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী হাতে পেয়ে খুশি বয়স্করা।

করোনা নিয়ে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে ত্রাহি ত্রাহি রব।দফায় দফায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।সেই সাথে মৃত্যু তালিকাও দীর্ঘায়িত হচ্ছে। সংক্রমণ ঠেকাতে দেশ জুড়ে জারি রয়েছে লকডাউন। সরকারি তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিয়ম বিধি মেনে চলার। আর এমনই ভয়ানক পরিস্থিতি তে জরুরী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ওষুধ,চাল,ডাল,আলু থেকে সবজীর দোকান খোলা থাকলেও দৌ। ঝাঁপ করতে পারছেন না বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। আর তাঁদের অক্ষমতার

কথা ভেবেই এবং লকডাউন কে সফলতা করতে এগিয়ে এসেছেন ক্যানিংয়ের যুবক সমরেশ দোলুই।আপনারা বাড়িতেই থাকুন। সমরেশ দোলুই বিপদে আপদে আপনাদের জন্য বাইরে রয়েছে।সোস্যাল মিডিয়ায় এমন বার্তা দিয়েছেন এই যুবক। যোগাযোগ করতে হচ্ছে ৭০০১৫৮৬০২৩ এই নম্বরে। সেখানে ফোন করলেই সমরেশ নিজেই বাইক চালিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছেন একান্ত প্রয়োজনীয় ওষুষপত্র সহ চাল ডাল তেল থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

সোস্যাল সাইটে ফোন নম্বর পেয়ে আশা ভরসা নিয়ে ফোন করেছিলেন ক্যানিংয়ের রাজীব মাঠের বাসিন্দা সুগারে আক্রান্ত দেবব্রত ঘোষাল।ফলও মিলেছে ঘন্টা চারেক ব্যবধানে। ওষুধ নিয়ে বাইক হাঁকিয়ে দেবব্রত বাবুর বাড়ির কড়া নাড়াতেই অবাক দেবব্রত বাবুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।প্রয়োজনীয় ওষুধ পেয়ে খুশি।

বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী বাজার পাড়ার বাসিন্দা বছর পঁয়ষট্টির চন্দ্রা চ্যাটার্জী। তিনি হার্ট,সুগার ,ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধপত্র ক্যানিং মহকুমার এলাকার বিভিন্ন ওষুধ দোকানে খুঁজে ও পাননি। হতাশ হয়ে পড়েন। পরে সমরেশ দোলুইয়ের সাথে যোগাযোগ করতেই দুই দিনের মধ্যে কলকাতা থেকে ওষুধ নিয়ে এসে বাড়িতে পৌঁছে দেয় সমরেশ।বাড়িতে বসে একপয়সা খরচ না করে প্রয়োজনীয় ওষুধ হাতের মুঠোয় পেয়ে খুশি চন্দ্রাদেবীও। অন্যদিকে ক্যানিংয়ের গোলকুঠি পাড়ার বছর বাহাত্তর বয়সের বাসিন্দা কালিপদ মুখার্জী। তিনি ইউরিন সমস্যায় জর্জরিত। ওষুধ ছাড়া তিনি বাঁচেন না। দুদিন ক্যানিংয়ের বহু ফার্মেসীতে খোঁজ করে ও পানিন প্রয়োজনীয় ওষুধ। সেখানেও সমরেশের ডাক পড়ে। কলকাতা থেকে একদিন পরেই ওষুধ এনে বৃদ্ধার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন।

লকডাউনের বাজারে বিনা পারিশ্রমিকে নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধ সহ অন্যান্য সামগ্রী হোম ডেলিভারি পেয়ে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষজন।

অন্যদিকে সমরেশের কথায় সমাজসেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে চলেছি। করোনা বিধি মেনেই সতর্কতার সাথেই এই কাজ করছি। লকডাউন যতদিন থাকবে ততদিনই এই পরিষেবা দিতেই বিনা পারিশ্রমিকে পৌঁছে যাবো বাড়ি বাড়িতে।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মূলত করোনা মোকাবেলায় যে সমস্ত কর্মীরা সামনে থেকে তাদের গুরু দাযিত্ব পালন করছেন তাদের কাছে এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে। সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং কোচবিহার রাম বলে স্কুলের রসায়ন বিভাগের শিক্ষকদের সহায়তায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার বানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে জেলা প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে আধিকারিকরা জানান মূলত হাসপাতাল পুলিশ প্রশাসন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী

সংগঠন সহ যারা করোনা মোকাবেলায় একদম সামনে থেকে লড়াই করছেন তাদের কাছে এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিনামূল্যে পৌঁছে দেবে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। স্বভাবতই তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। করোনা সংক্রমণ হওয়ার পর থেকে জেলাজুড়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর অভাব এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কালোবাজারি দেখতে পাওয়া যায়। এমত অবস্থায় লকডাউন এরপর স্যানিটাইজার প্রায় অমিল। অবশেষে সদর মহকুমা শাসক সঞ্জয় পাল

খাদ্যসামগ্রী কম দেওয়ায় প্রতিবাদ করতেই মার, জখম ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : ত্রাণের সামগ্রী কম দেওয়ায় প্রতিবাদ করেন গ্রামের মানুষজন। প্রতিবাদ করতেই শাসকদলের লোকজন বেপরোয়া হয়ে লাঠী,ইট, মদের বোতল দিয়ে উপভোক্তা গ্রামবাসীদের বেধড়ক মারধোর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় উভয় পক্ষের ছয়জন গুরুতর জখম হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্যাংরাখালি আঁধলা দাসপাড়ায়। ঘটনায় গুরুতর জখমরা হলেন দিলীপ দাস,প্রফুল্ল দাস,বিপুল দাস,প্রমিলা সাহা,নারায়ণ দাস ও যমুনা দাস। আহতরা সকলেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিসাধীন।

উল্লেখ্য দেশ জুড়ে চলছে করোনার তান্ডব।করোনা কে আটকাতে ২৪ মার্চ থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। আর এই লকডাউনের জেরে সাধারণ দরিদ্র মানুষজন পড়ছেন ঘোরতর সংকটে। দরিদ্র দুঃস্থ মানুষজনেরা কখন একবেলা কখনওবা অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। আর এমনই সংকট ময় পরিস্থিতি ক্যানিং মহকুমার প্রায় সর্বত্র।ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্যাংরাখালি আঁধলা গ্রামের দাস পাড়ার বাসিন্দাদের অবস্থা বর্তমানে করুন। সেই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত করে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা শিপ্র সরদার দরিদ্রদের ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। এমনকি পঞ্চায়েত সদস্যা একটি করে কুপন দিয়ে দেন পরিবার পিছু।

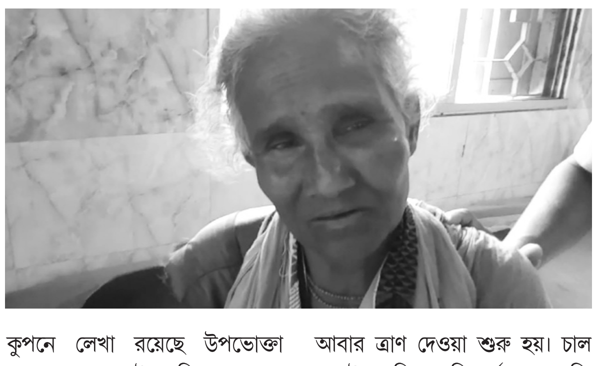

কুপনে লেখা রয়েছে উপভোক্তা চাল পাবেন আড়াই কেজি এবং আলু পাবেন দেড় কেজি।সেইমতো গ্রামের মানুষজন রবিবার ত্রাণের চাল আলু নিতে যায়।কুপনে উল্লিখিত ত্রাণ সামগ্রী কম দেওয়ায় প্রতিবাদ করেন গ্রামবাসীরা।বন্ধ হয়ে যায় ত্রাণ দেওয়া।সোমবার সকালে আবার ত্রাণ দেওয়া শুরু হয়। চাল আড়াই কেজির পরিবর্তে দেড় কেজি ও আলু দেড় কেজির পরিবর্তে এক কেজি দেওয়া হলে ফের প্রতিবাদে সামিল হয় গ্রামবাসীরা।অভিযোগ প্রতিবাদীদের কে শায়েস্তা করতে শাসক দলের শংকর দাস,অমর দাস,যুগল দাস,নারায়ণ দাস,গোলক দাস,পরাণ দাস,রোহিত দাস সহ জনা পঞ্চাশ লোকজন প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের উপর লাঠী,ইট,মদের বোতল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক মারধোর করে।ঘটনায় দিলীপ দাস,প্রফুল্ল দাস,বিপুল দাস,প্রমিলা সাহা গুরুতর জখম হয়। জখম হয় শাসকদলের নারায়ণ দাস ও যমুনা দাস।আর এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

অন্যান্য স্থানীয় গ্রামবাসীরা রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে চিকিসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। যদিও এমন ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে রাজী নন শাসক দলের নেতা নেত্রীরা।

চেতনায় জাগরণে মৈরাংয়ের বিজয়

প্রথম পাতার পর

ডালপালা মেলে আরও বিকশিত হয়েছে। খণ্ডিত ভারতের সরকারগুলো স্বাধীনতার সেই বীরসন্তানদের আত্মত্যাগের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় দ্বিধাবিভক্তি দেখিয়েছে, দেখিয়েছে এক রহস্যজনক নীরবতা। তবে সত্য সন্ধানী দেশপ্রেমিক প্রজন্ম তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ঠিকই ধারণ করেছেন নিজেদের জীবনে, মননে– আদর্শে। তাইতো সাম্প্রতিক দশক ও বছরগুলোতে আজাদি সেনাদের ভারত অভিযানের ঐতিহাসিক ক্ষণগুলো তারা স্মরণ করে আসছে বর্ণিল আনুষ্ঠানিকতায়। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে, এমনকি ঐতিহাসিক অখণ্ড ভারতবর্ষের বাংলাদেশেও এই বীরবন্দনা গীত হচ্ছে সগৌরবে।

প্রজন্মের মাঝে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের এইসব হৃতগৌরব নূতন প্রেরণা ও জাগরণের মন্ত্র হয়ে তাদের উদ্ভাসিত করছে। তবে এবারের ১৪ এপ্রিল করোনার করালগ্রাসে স্তব্ধ বিশ্ব চরাচরের মতোই এই অঞ্চলেও মৈরাং দিবস নিয়ে ছিল না কোনো আনুষ্ঠানিক আয়োজন। তবে অন্তর্জালের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে উকীর্ণ হয়েছে আজাদি সেনাদের স্মরণে নানা বন্দনা। ফেসবুকে, টুইটারে– হোয়াটস অ্যাপে নেতাজির বন্দনায় আপলোড হয়েছে স্মরণালোচনা, কবিতা, আবৃত্তি ও গান। এসব প্রয়াসের মধ্য দিয়ে নেতাজিপ্রেমীরা এই আবেদনেই উচ্চকিত হতে চেয়েছেন–যে রক্তরঞ্জিত অভিযানে স্বাধীন ভারত লাভ হয়েছে, তার প্রজন্ম কখনো সেই বীরদের ভুলবে না। সেইসঙ্গে তাঁরা নিন্দায় ভাসিয়েছেন রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে, ফরমায়েশি ইতিহাস রচয়িতাদের; যাঁরা সচেতনভাবে বিদেশিশক্তি আনুকূল্য দেখিয়ে আজও জাতির বীরসন্তানদের প্রকৃত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত।

সেই আক্ষেপের কথাই জানিয়েছেন বিশিষ্ট নেতাজি বিশেষজ্ঞ, লেখক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। কলকাতার প্রভাবশালী সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা'র সম্পাদক ডঃ চৌধুরী বহুমাত্রিক.কম–কে বলেন, ইতিহাস মুছে যাচ্ছে। আমরা ভুলে যাচ্ছি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা দিনগুলির কথা। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীদের কাছে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে করো সব মিছাবর বনছ ফকির' অর্থা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে ফকির' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। নেতাজির দিল্লি চলো' আবেগের মতোই এই আবেগ স্পর্শ করেছিল প্রবাসী হাজারো ভারতীয়দের।''

নেতাজি সাধক এই গবেষক গভীর অন্তর বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছিলেন, যাঁরা অনেকেই হয়তো তাদের মাতৃভূমিকে সচক্ষে দেখার সুযোগ পাননি। রেঙ্গুনের কোটিপতি ব্যবসায়ীরা স্বদেশের মুক্তির জন্য নেতাজির আহ্বানে রাতারাতি সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব ফকির হয়ে গিয়েছিলেন । এমনি কয়েকজন হলেন–হাবিব, করিম, গনি এবং আদমজীরা। অথচ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের তাদের নাম লেখা নেই।'

মৈরাংয়ের বিজয় উপাখ্যানকে কিভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে যুগের পর যুগ–সেই গ্লানির কথা বলতে গিয়ে আবেগতাড়িত জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে হাজার হাজার তরুণ আজাদি সেনা ইম্ফল–কোহিমার পার্বত্যভূমি ভিজিয়ে দিয়েছেলেন। ইংরেজ বাধ্য হয়েছিল দ্রুত দেশ ভাগ করে ব্রিটিনে পালিয়ে যেতে। ইতিহাস আজও পর্যন্ত তাদের আত্মত্যাগ নিয়ে সঠিক মূল্যায়ন করেনি। রাজনীতি আশ্রয়ী ইতিহাসবিদ গবেষকরা আজও মৌন সেদিনের সেই আজাদ হিন্দের অভিযানকে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতাহাস সঠিকভাবে তুলে ধরতে।''

তবে জয়ন্ত চৌধুরীর মতোই হাজারো নেতাজিপ্রেমী ঐতিহাসিক এই দিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের নেতাজি বন্দনা উকীর্ণ করে জানান দিচ্ছেন–রক্তে লেখা ইতিহাসের বিস্মৃতি ঘটে না, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা জাগরণের মন্ত্র হয়ে সর্বপ্রকার অন্যায় আর শোষণ–নিষ্পেষণকে রুঁখে দাঁড়ায়।

ঐতিহাসিক মৈরাং দিবসে আমরা অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার সূর্যসন্তানদের স্মরণ করি বিনম্র শ্রদ্ধায়। আমাদের চেতনায়–মননে তাদের ত্যাগের মহিমা চিরভাস্বর। মানব সভ্যতার অস্তিত্বের মতোই তাদের শৌর্য–বীর্যের আখ্যান টিকে থাকবেই।

মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা উপসর্গ নিয়ে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কোচবিহারে। জেলা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এই যুবকের মৃত্যু হয় তার মৃতদেহ আটকে রেখে তার লালা রসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হযেছে বলে জানিয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে এই মৃত যুবকের ট্রাভেলস হিস্টরি রয়েছে। জানা গিয়েছে, তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপল এলাকায় কিছুদিন আগেই ভিন রাজ্য থেকে এসেছিলেন এই যুবক। কয়েক দিন থেকে তাঁর জ্বরও ছিল তার। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিসার পর সুস্থ হওয়ার বাড়ি যান তিনি। কিন্তু ফের জ্বর না কমায় তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। শনিবার রাতে তাঁর শ্বাস কষ্ট শুরু হয়। পরে তিনি মারা যান।

এবিষয়ে কোচবিহার মুখ্য জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গাঙ্গুলি জানান', জ্বর এবং শ্বাস কষ্ট নিয়ে এই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃতদেহ আলাদা করে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর লালারস কোভিড–১৯ নমুনা টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মদের দোকান বন্ধ

প্রথম পাতার পর

অগত্যা নিরুপায় হয়ে হাঁড়িয়ায় (প্রচলিত নাম পচানী') চুমুক দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে ক্যানিং মহকুমার অধিকাংশ মদ্যপরা।

বিগত দিনের তুলনায় বর্তমানে হাঁড়িয়ার চাহিদা তুঙ্গে থাকায় হাঁড়িয়া ব্যবসায়ীরা ও বিপাকে পড়ছেন।হাঁড়িয়া তৈরীর উপকরণ বাকর বড়ি কিংবা আতপচালের যোগান পর্যাপ্ত পরিমান না থাকায় চড়া দামে কিনতে হচ্ছে হাঁড়িয়া ব্যবসায়ীদের। তবে করোনার তান্ডবে হাঁড়িয়া ব্যবসা দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ায় খুশি বাসন্তী থানার কুলতলি,বড়িয়া,ফুলমালঞ্চ,বয়ার সিং,ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙ্গা,গোপালপুর,গোলাবাড়ী,নলিয়াখালি। গোসাবার আরামপুর,রাঙাবেলিয়া,গোসাবা,লাহিড়ীপুর,মরিচ ঝাঁপি সহ ক্যানিং মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামের হাঁড়িয়া ব্যবসায়ীরা।বেশকিছু মদ্যপায়ীদের কথায় করোনার জেরে সরকারী মদের দোকান বন্ধ,অগত্যা হাঁড়িয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে আমাদের। কিন্তু হাঁড়িয়ার যা হাল তাতে করে বন্ধ হয়ে গেলে খাবো কি ?

ত্রাণ নিয়ে চলছে দলবাজি

প্রথম পাতার পর

এই ঝড়ের পর থেকেই গৃহহীন হয়ে পড়েছেন এই পাঁচ শতাধিক পরিবারের সদস্য সদস্যরা। এই মুহূর্তে চরম সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিবারগুলির বৃদ্ধ–বৃদ্ধা এবং শিশুরা। অস্থাযীভাবে তারা আশ্রয় নিয়েছেন স্থানীয় মরিচবাড়ি হাই স্কুলে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে অনাহারে রয়েছেন তারা। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই সমস্ত অসহায় মানুষের থাকার ব্যবস্থা খাবার ব্যবস্থা সহ তাদের বাসস্থান পুনঃ নির্মাণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের দাবি উঠেছে বারবার। কিন্তু তারপরেও উদাসীন ভূমিকা প্রশাসনের। সাময়িকভাবে ত্রিপল এর আচ্ছাদন দিয়ে কোনোক্রমেই গ্রামবাসীদের অস্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা কথা বলা হলেও সেই ত্রিপল স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যারা বিলি করবার ক্ষেত্রে করছেন চূড়ান্ত দলবাজি। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃত ঝড় বিধ্বস্ত গৃহহীন মানুষেরা এই ত্রিপল পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ। এখনো পর্যন্ত খাবার চাল পর্যন্ত পৌঁছয়নি এই অসহায় মানুষগুলির হাতে। এই অবস্থায় নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন। গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকায় এদিন সকাল থেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গ্রামবাসীরা। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য–সদস্যাদের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তারা সকলে মিলে হাজির হন গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের। আর এখানে প্রধানকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তারা। পরবর্তীতে এই বিক্ষোভের জেরে তৃণমূলী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শক্তি দাস বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করেন যে ত্রাণ বন্টন যাতে সঠিক ভাবে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন তিনি। বিক্ষোভকারীদের কাছে আগামী ৪৮ঘণ্টার সময় চেয়ে নিয়েছেন প্রধান এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীর অভিযোগ করেন, এই ঝড়ে বৈদ্যুতিন তারের খুঁটি উপড়ে যাওয়ার পর তা এখনো সম্পূর্ণ ভাবে মেরামত করতে পারেনি প্রশাসন। শুক্রবারের গোটা রাত অন্ধকারের মধ্যে কাটাতে হয়েছে গ্রামবাসীদের। শনিবারও এই অন্ধকারকে সঙ্গী করেই রাত কাটাতে হবে তাদের বলে আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। ত্রাণ বন্টনের ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত অমানবিকতার ছবি ফুটে উঠেছে সমগ্র এলাকায়। অভুক্ত রয়েছেন প্রচুর অংশের মানুষ সহ শিশু এবং বৃদ্ধ–বৃদ্ধারা। অবিলম্বে প্রশাসনিক ভাবে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তারা বলে এদিন জানান।

আক্রান্ত নিয়ে বিভ্রান্তি

প্রথম পাতার পর

রবীন্দ্রনগর–মহেশতলা–বজবজ–নোদাখালী থানা এলাকায় ১৫ এপ্রিল থেকেই সরকারী ব্লক ও থানাতে সাধারণের প্রবেশের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে। সকাল ১০টা পর্যন্ত এবং বিকালে ৪–৬টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের সামনে রেশন দোকানের সামনে মানুষ গিজগিজ করছে। সরকারী নির্দেশ সত্ত্বেও অনেকের মাস্ক নেই, এমন কি সোসাল দূরত্বও নেই। এসব নজরদারী করার জন্যই কোনও সরকারি আধিকারিক নেই। পুলিশ প্রশাসনও কেমন যেন নির্বিকার। তবে সূত্রের খবর পুলিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ না পেলে আর রাফ অ্যান্ড টাফ হবে না।

প্রাক্তন সাংসদ তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমের সম্পাদক শমীক লাহিড়ী মহেশতলা চট্টার ঘটনার উল্লেখ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসককে একটি চিঠি দিয়েছেন। এবং ওই এলাকাকে স্যানিটাইজ করা ও এলাকায় সচেতনার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে বলেছেন।চট্টা এলাকার সেখ সামীমউদ্দিন নামে তৃণমূলের এক নেতাও করোনায় আক্রান্ত বলে সূত্রের খবর। কিন্তু আবার লিখতে হচ্ছে জেলা প্রশাসন স্বকীয়ভাবে কিছুই জানায়নি। সর্বত্র একটা বিভ্রান্তি ও ধোঁয়াশা দেখা যাচ্ছে। আর ততই বাড়ছে মানুষের আতঙ্ক ও গুজব ছড়ানোর মনোবৃত্তি। সাধারণ মানুষ সঠিক পরিসংখ্যান এবং তাদের কী করণীয় এটাই জানতে চায়। আর চায় উপযুক্ত দ্রুত চিকিৎসা।

অ্যাম্বুলেন্স করে যাতায়াত

প্রথম পাতার পর

কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকার তিনজন এদিন দুপুরে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিলেন। গ্রামবাসীদের সন্দেহ হওয়ায় অ্যাম্বুলেন্স কে আটকায়। অ্যাম্বুলেন্সে বসে থাকা লোকজন বলতে থাকেন বাসন্তী হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাচ্ছি। অথচ অ্যাম্বুলেন্সে কোন রোগী নেই। তারপর কলকাতা থেকে সুন্দরবনের বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়া! গ্রামবাসীরা এ্যাম্বুলেন্স চালক কে চাপ দিতেই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়ে। আগত্যা গ্রামবাসীরা অ্যাম্বুলেন্স চালক সহ তিনজন কে বাসন্তী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। একই ভাবে সোনারপুর থেকে একটি অটোতে রোগী লিখে চারজন বাসন্তী ব্লকের বাঁশীরামে যাচ্ছিলেন। গ্রামবাসীরা আটকাতে বেপরোয়া ভাবে অটো নিয়ে পালিয়ে যায় অটোচালক।গ্রামবাসীদের দাবী এমন ভাবে যদি বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত হয় তাহলে সুন্দরবনের গ্রামে করোনা প্রবেশ করলে সমগ্র সুন্দরবনের মনুষ্য সমাজ মুছে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে।

হকারদের আয় বন্ধ

প্রথম পাতার পর

ট্রেন বন্ধ হতেই তার তারও আয়ের শোচনীয় অবস্থা। বহুদিন আগেই তার বাবা অসীম মুখোপাধ্যায় ও মা সর্বানীদেবী মারা যান। ৪৩ বছরের অভিজিৎ জাতীয় দৌড়বিদ। মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে বাংলার হয়ে সোনার পদকজয়ী। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাসে চাকরি না পেয়ে তীব্র সাংসারিক চাপ সামলাতে বাধ্য হয়ে ট্রেনে হকারি করে রুটির রুজি যোগাড় করতে পথ চলা শুরু হয়। তাঁরা দুই ভাই, ছোট ভাই অরিন্দম। বাড়িতে অভিজিতের স্ত্রী মমতা, ভাইয়ের স্ত্রী নন্দিতা, ভাইপো অনির্বাণ এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। যদিও তাঁর এখন নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। ভদ্রেশ্বর ঘঁাড়িগাছি স্টেশন রোডের বাসিন্দা দীপক চক্রবতী। ট্রেন লাইনে দীপক 'ভাই' হিসাবে পরিচিত। ১৯৮৪–র ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধির হত্যার দিন দীপক ট্রেনে হকারি করতে প্রথম পা রাখেন। তারকেশ্বর লাইনে আয়ুর্বেদিক জিনিস হজমি বড়ি, আনারদানা, আদার চূড় বিক্রি করেন দীপক। তার কথায়, আমাদের ব্যবসা ট্রেনের উপর নির্ভরশীল। এত বছর ট্রেনে হকারি করছি কিন্তু কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। বাড়িতে ৬ জন সদস্য। বাবা–মা, স্ত্রী এক ছেলে ও ছোট মেয়ে আছে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। টিটাগড়, পলতা, কল্যাণী থেকে মাল আনতে হয়। এখন সেখানেও বন্ধ রয়েছে। হুগলির ৩ নম্বর কৃষ্ণপুর (রবীন্দ্রনগর) অঞ্চলের বাসিন্দা ভাইদাস প্রায় ২৫ বছর ধরে হাওড়া মেন লাইনে নিজের লেখা চটি বই বিক্রি করেন। বাড়িতে তার ৭৭ বছরের বৃদ্ধামা কাজল দাস, স্ত্রী পূর্ণিমা ও দশ বছরের মেয়ে সোনালি কে নিয়ে ভরনপোষণ করে সংসার চালাতে হয়। তৎকালীন বাম জমানায় ২০০২ সালে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ভাইদাসের লেখা 'একাই একশো মমতা' সুপারহিট হয়। সেই সময় বইটি মুড়ি মুরকির মতো ট্রেন বিক্রি হয়। ৩৮ বছরের তরুন তুর্কি লেখক ভাইদাসের অসংখ্য লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে হুগলি মোড়ের কাছে ভাড়া বাড়িতে দিন গুজরান করতে হচ্ছে। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের সময় তার লেখা 'উন্নয়নের প্রতীক নরেন্দ্র মোদী' ও 'মোদীর ভয়ে কাঁপে দাউদ' বই দুটি ট্রেনের কামরায় যাত্রীদের কাছে প্রশংসাযোগ্য ও কাটতি হয়। বইগুলি হিন্দী, ইংরাজি ও হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। ভাইদাস ছোট থেকেই বই বিক্রি করে পেটের ভাত জোগান দিচ্ছেন। এদিকে সংসারের খরচ তো আছেই, গৃহবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। এই রকম পরিস্থিতি কোনও দিন ট্রেন বন্ধ হয়েছে বলে মনে করতে পারছেন না লেখক ভাইদাস।

অসহায় চাষিরা দেখছে নিজের সর্বনাশ

প্রথম পাতার পর

সিল করে দেওয়া হয় সীমান্তের সব কটি গেট। তার জেরে সীমান্তপারের কয়েক হাজার একর জমির ধান ও ফসল একদিকে যেমন ঝলসে যাচ্ছে রোদ্দুরে, তেমনই খেয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের গরু। এছাড়াও রয়েছে কয়েক হাজার বিঘার জলকর। সেখানে মাছ চাষও করেছেন অনেকেই। কিন্তু সীমান্তরক্ষীদের কড়াকড়িতে সবই এখন বেওয়ারিশ। কাঁটাতারের এপার থেকে চাষিরা অসহায় চোখে দেখছেন তাদের সর্বনাশ। বনগাঁর পলাশ রায়, প্রবীর মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মণ্ডল জানান, নিজেদের জমিতে যাবার জন্য বনগাঁ বিডিও–কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বাগদা ব্লকের রহিম মণ্ডল, মহব্বত মণ্ডলরা জানান এভাবে আর দু–চার দিন চললে সমস্ত ফসলই মরে যাবে। কেউ চুক্তিতে চাষ করেছেন। কেউ আবার ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন। কিন্তু ফসল না তুলতে পারলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে তাদের। ঘাড়ের উপর ঝুলবে দেনার খাঁড়া। বিএসএফের কাছে বহু অনুনয় বিনয় করলেও গেট খোলেনি, জানালেন কৃষকরা। এমতাবস্থায় এই ক্ষতি পূরণ হবে কিভাবে, পরিবারগুলিই বা চলবে কি করে? এখন এই প্রশ্নই নিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে সীমান্তবর্তী এলাকার এইসব দুঃস্থ কৃষক পরিবারগুলিতে।

বিজ্ঞপ্তিকে অমান্য

প্রথম পাতার পর

দোকানে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের বিজ্ঞপ্তিটি দেখালে, দোকান মালিকদের বক্তব্য, এই সার্কুলারটি গত ১৩ এপ্রিল দুপুর পর্যন্ত আমাদের হাতে আসেনি।সেই সূত্রেই আমরা কম দামে তেল বিক্রি করতে পারছি না। ফলস্বরূপ, অতিমারি করোনা ছোঁয়াচে ভাইরাসের করাল গ্রাসে আক্রান্ত শহর ও গ্রামের দরিদ্র থেকে অতীব দারিদ্র পরিবারের মানুষজন এই মন্বন্তরের সময়কালে দারিদ্র পরিবারের মানুষজন এই মন্বন্তরের সময়কালে লিটার প্রতি ৪২টাকা দিয়ে নীল কেরোসিন কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। তাও আবার মাপে কমও পাচ্ছেন।

খুলল না রেশন দোকান

প্রথম পাতার পর

তাছাড়া নোটিশ দিয়ে সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয় রেশন দোকানের পক্ষ থেকে পয়লা বৈশাখ মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার রেশন দোকান বন্ধ থাকবে। আর নোটিশ মত পয়লা বৈশাখ ছুটি থাকলো বহড়ু সমবায় সমিতিতে। এ ব্যাপারে বহড়ু সমবায় সমিতির সম্পাদক ভরত কুমার মন্ডল বলেন, আমি দেখছি কেন সরকারি নির্দেশ মানা হচ্ছে না। তবে এব্যাপারে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের খাদ্য নিয়ামক অর্কজিত ভৌমিক বলেন, কেন ওই রেশন ডিলার এই আপৎকালীন সময়ে সরকারি নির্দেশ অমান্য করছে সে ব্যাপারে আমি খোঁজ খবর নিচছি। অভিযোগের তদন্ত করে ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এখন সরকারি নির্দেশে পুরো সময় রেশন দোকান খুলে রাখতে হবে ডিলারকে।

সুইডেন থেকে সরাসরি আলাপচারিতা

লকডাউন হয়নি, তবু মানুষ স্বেচ্ছায় ঘরবন্দী

দেবাশিস রায় : করোনা হামলার কারণে একরাশ উদ্বেগ আর মনখারাপ নিয়ে সুদূর সুইডেনে কার্যত ঘরবন্দি ভারতীয় মেধাবী যুবক অভিষেক সাহা। পরিবার পরিজনের জন্য মন ব্যাকুল হলেও এই মুহূর্তে দেশের বাড়িতে কোনওমতেই ফিরতে পারছেন না পেশায় এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তবে, অভিষেকবাবু দেশে ফিরতে না পেরে অত্যন্ত হতাশ হলেও ভারতে দীর্ঘ লকডাউনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সকলকেই তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার জন্য কাতর অনুরোধ করেছেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহরের শবশিবতলা এলাকার বাসিন্দা অভিষেক সাহা। বছর তিরিশের এই যুবক বিশ্ববিখ্যাত একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে উচ্চপদে সুইডেনে কয়েক বছর ধরে কর্মরত। তিনি বর্তমানে সেদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গোথেনবার্গে রয়েছেন। বছর দেড়েক আগে দাঁইহাটে এসে পরিবার পরিজনের সঙ্গে মাস খানেক কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরে যান। গত ৩০ মার্চ কলকাতায় তাঁর ফেরার কথা ছিল এবং সেই মতো মনের আনন্দে ফ্লাইটের টিকিটও তিনি আগেভাগেই বুকিং করেছিলেন। কিন্তু, বিশ্বজুড়ে করোনা হামলা তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাকে তছনছ করে দিল। অভিষেক সাহা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফ্লাইটের টিকিট বাতিল করে দেশে ফেরার সমস্ত পরিকল্পনা স্থগিত রেখে নিজেকে ঘরবন্দি করেছেন। সেখানে তিনি যাবতীয় অফিসিয়াল কাজ ঘরে থেকেই সামলাচ্ছেন। তিনি জানালেন করোনা বিপর্যয়ের কারণে সুইডেনে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত ও বহুজনের মৃত্যু হলেও সেদেশে এখনও সরকারিভাবে লকডাউন ঘোষণা করা হয়নি। তবে, সেদেশের মানুষ অত্যন্ত সচেতন হওয়ায় স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। যেকারণে সেখানেও রাস্তাঘাট কার্যত শুনশান। মানুষ খুব একটা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হচ্ছে না। তবে, অল্প কিছু যানবাহন চলার পাশাপাশি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, রেস্তোরাঁ

প্রভৃতি নিয়মিত খোলা থাকলেও সেসব কার্যত ফাঁকা।

অথচ ভারতে সচেতনতার অভাবে এবং কিছু বেয়াদব মানুষের একগুঁয়েমিভাবের কারণে করোণা সংক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াইয়ে তাল কাটছে। দেশ তথা রাজ্যবাসীর একাংশ লকডাউনের গুরুত্বকে পাত্তা না দিয়ে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখেই হাটেবাজারে চলাফেরা সহ জমায়েত করছেন।

নিজের দেশের মানুষের এই অবিবেচক ভূমিকাতেই হতাশ অভিষেক সাহা। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মোকাবিলায় এখনও পর্যন্ত একমাত্র উপায়, অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লকডাউন ও সোস্যাল ডিসট্যান্সিং সহ যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। কিন্তু, আমি খবর পাচ্ছি, আমার দেশ তথা রাজ্যের অসংখ্য মানুষ এসবের কিছুই মানছেন না। এমনকি, আমার নিজের শহর দাঁইহাটেও প্রায় একইরকম পরিস্থিতি। এ তো আমাদের ধীরে ধীরে ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে শুনে আমি রীতিমতো হতাশ ও সেইসঙ্গে আতঙ্কিতও।

বিশ্বে কম করে পঞ্চাশ কোটি মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। আমরাও এই আর্থিক ডামাডোলের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকায় ভুগছি। এর থেকে কবে নিস্তার পাব তার ঠিক নেই। তার ওপর এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও পরিবার পরিজনের পাশে না থাকতে পারার একটা কষ্ট তো রয়েইছে। তাই বলব, যদি সকলে মিলে মারণ করোনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি তাহলে আমরা একদিন জয়ী হবই। সকলের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠবে।

আতঙ্কে এক যৌন কর্মীকে এক ঘরে রাখলো গ্রামবাসীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: করোনা আতঙ্কে গ্রামবাসীরা একঘরে করে রাখলো এক যৌন কর্মীকে কুলতলিতে। মনামী হালদার (নামটা কাল্পনিক)বাড়ি কুলতলির দেউলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগরে।সে থাকে বউ বাজারে। কাজের সুবাদে প্রায় সময় সে বিহারে যায়। লকডাউনের জন্য বাড়ীতে এসেছে মনামী ও তাঁর সঙ্গী । কিন্তু তাঁরা এসে কুলতলি ব্লক হাসপাতালে কোভিড ১৯ এর স্ক্যানিং করাইনি বলে গ্রামের লোকজন একঘরে করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। তাই মনামীরা কোনো রকমে সেখান থেকে পালিয়ে মধুসুদনপুরে দিদির বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তবে স্থানীয় আশা দিদিরা মধুসুদনপুরে গিয়ে ওদের বোঝায় ।কিন্তু ওরা কেউ ভয়ে আসতে চায় না । অবশেষে কুলতলি কোভিড ১৯ টাস্ক ফোর্সের দল কুলতলি থানার পুলিশ কে নিয়ে মনামীর দিদির বাড়ি মধুদনপুরের বাড়ীতে যায়। এই দলে থাকা কুলতলি ব্লক হাসপাতালের অনেস্থা কাউন্সিলার সূপর্ণা কন্ট জানালেন,

আমরা গিয়ে শুনি মনামীর ২০১১ থেকে এইচ আই ভি পিটি,আর্ট চলছে,সিডি৪কাউন্ট ও ঠিক আছে। ও নিজেই সবার সামনে চিৎকার করে বলছিলো দিদি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম জানি, আমরা হাসপাতালে যাবো কিন্তু গ্রামের লোক জন আমাদের পাগল করে দিচ্ছে করোনা হয়েছে বলে। শেষমেষ মনামীদের ব্লক হাস পাতালে এনে স্ক্যানিং করানো হয়।মনামী বলে দিদি আমার একটা পালিতা কন্যা আছে তিন বছরের, ওর ভালোর জন্য আমি আসতাম। তবে কিছু মানুষের আতঙ্কে মনামীরা হাসপাতালে যেতে পারছিলো না। তাই সাবধানতা অবলম্বন অবশ্যই করা উচিত। তবে কোন গুজব ছড়িয়ে নয়।

সামাজিক দূরত্ব রেখে জয়নগর থানার রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি :এখন প্রচণ্ড গরম আর এই গরমে তে রক্তের সংকট মেটাতে অন্য বছর প্রচুর রক্তদান শিবির সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে

হয়ে থাকে। কিন্তু এ বছর বর্তমানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে রক্তদান শিবির বন্ধ আছে সারা রাজ্যে। আর তাই রক্তের সংকট বেড়ে চলেছে। আর তাই আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় থানার মাধ্যমে রক্তদান শিবির হচ্ছে থানা এলাকায়। সেই রকমই জয়নগর থানার উদ্যোগে শনিবার জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস স্কুলে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে। এ দিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল, জয়নগর পূর্ব চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ সহ আরো অনেকে। এদিনের এই শিবিরে পুলিশ, সিভিক ভলানটিয়ার, চিকিৎসক ও পৌরবাসিরা অংশ নেন। এ ব্যাপারে জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা বলেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই বর্তমান পরিস্থিতিতে থানার উদ্যোগে থানা এলাকায় ছোট ছোট করে বিভিন্ন রক্তদান শিবির করা হচ্ছে রক্তের সংকট কাটাতে।

সুকন্যার কন্যাশ্রী রাজ্যের ত্রাণ তহবিলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার রাজ্যের কন্যাশ্রী প্রকল্পের এককালীন অনুদান (কে-২) অর্থ 'রাজ্যের জরুরিকালীন ত্রাণ তহবিলে' দান করা হল। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার দক্ষিণবাগী গ্রামের 'বিদ্যাসাগর টিচারস্ ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে'র প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্রী সুকন্যা নস্কর তার কন্যাশ্রী প্রকল্পের এককালীন অনুদানের ২৫ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা 'মুখ্যমন্ত্রীর আপৎকালীন ত্রাণ তহবিলে' দান করলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় রাজ্যবাসীর পাশে থাকার জন্য এবং স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল এই সকলকে দেখে আমিও কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়ে ভাবলাম, আমিও তো কিছু একটা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি। সেইসূত্রেই আমার কন্যাশ্রী প্রকল্পের এককালীন অনুদানের থেকে কিছু টাকা দিয়ে যদি কিছু বিপদগ্রস্ত রাজ্যবাসীকে উপকৃত করতে পারি। তাই আমার এই সহায়তা বলে জানান প্রতিভাধর এই ছাত্রী সুকন্যা নস্কর।

থেরাপেটিক অ্যান্টিবডি তৈরির জন্য কোভিড প্রতিরোধী জোটের প্রয়াস চলছে

নোভেল সার্স করোনা ভাইরাস-২ এর কারণে কোভিড-১৯ সংক্রমণ হয়ে থাকে। এর ফলে, বহু মানুষের মৃত্যু হয়। অবশ্য, বহু আক্রান্ত মানুষ নির্দিষ্ট কোনও চিকিসা ছা।ই সুস্থ হয়ে উঠছেন। এই সুস্থ হয়ে ওঠার নেপথ্যে রয়েছে - শরীরের ভেতরে তৈরি হওয়া ভাইরাস প্রতিরোধী কিছু অ্যান্টিবডি।

বহু বছর ধরে প্লাজমা থেকে প্রাপ্ত অ্যান্টিবডি স্থানান্তরিত করে বিভিন্ন অসুখের চিকিসা করে রোগীদের সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। এই সমস্ত রোগের মধ্যে রয়েছে - ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, র‍্যা বিস এবং ইবোলা। এখন ডিএনএ-ভিত্তিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষাগারগুলিতে এ ধরনের থেরাপেটিক অ্যান্টিবডি উপাদন করা যেতে পারে। যারা সুস্থ হয়ে উঠছেন, তাঁদের রক্তের মধ্যে অ্যান্টিবডিগুলিকে আলাদা করে তার জিনকে সংক্রমিত ব্যক্তির শরীরে ঢুকিয়ে সেখানে আবার পুনর্গঠন করে অ্যান্টিবডি তৈরি করে অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করার লক্ষ্যেই সার্স - সিওভি-২ এর বিরুদ্ধে ল।ইয়ে থেরাপেটিক অ্যান্টিবডি উপাদনে বিশ্বব্যাপী জোরদার প্রয়াস চলছে।

ভারতও এ ধরনের একটি

প্রয়াসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন ইন ইনফেকশাস ডিজিস রিসার্চ, এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যাপক বিজয় চৌধুরী। প্রতিষ্ঠানের এই প্রয়াসে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের জৈব প্রযুক্তি বিভাগ সাহায্য করছে। অধ্যাপক চৌধুরী অ্যান্টিবডিগুলিকে চিহ্নিত করে জিনকে পৃথক করার কাজ করছেন, যে অ্যান্টিবডিগুলি সার্স-কভ-২ নিষ্ক্রমণে সহায়ক। সুস্থ হওয়া মানুষের রক্তের থেকে অ্যান্টিবডি সংগ্রহ করে একটি লাইব্রেরী তৈরি করা হয়েছে। সেখান থেকে অ্যান্টিবডি গুলির জিনকে আলাদা করে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন এমন রোগীর দেহে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। এরপর প্রাপ্ত ওই অ্যান্টিবডি জিনগুলিকে পুনর্গঠিত করে সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে অ্যান্টিবডি উপাদনে ব্যবহার করা হবে। এই প্রয়াস যদি সফল হয়, তা হলে ভাইরাস দমনে রিকম্বিনেট অ্যান্টিবডিগুলি অত্যন্ত কার্যকর হয়ে উঠবে। সেইসঙ্গে, ভাইরাস দমনকারী অ্যান্টিবডির উস খুঁজে পাওয়াও সম্ভব হবে।

সমগ্র এই পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে অধ্যাপক চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত অ্যান্টি কোভিড কনসোডিয়ামের গৃহীত একটি পদক্ষেপ হিসাবে।

লকডাউন অমান্য ধৃত ৩০

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে জনবহুল এলাকায় চায়ের দোকান,জুতোর দোকান সহ অন্যান্য

দোকানের সামনে একসাথে অনেক মানুষ আড্ডা দেওয়ার অভিযোগে গত ২৪ ঘন্টায় ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতরা জয়নগর মিএগঞ্জ বাজার, বহড়ু, দক্ষিন বারাশত, পদ্মেরহাট, খাকুড়দহহাট, গৌড়ের হাট এলাকার লোক। এ ব্যাপারে জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা বলেন, বার বার বলা সত্বেও মানুষ লকডাউন ভেঙে বাজারে, দোকানে আড্ডা মারছে। তাই এলাকার মানুষদের বলছি আইন এভাবে ভাঙবেন না। নাহলে আইন অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন।সরকারি নির্দেশ মেনে চলুন।

ডা. রায়চৌধুরীর হাতে ভূমিষ্ট করোনাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমাজে চিকিছসকদের স্থান যে অবস্থানে করোনার থাবায় এবার অন্তত পৃথিবীবাসী দীর্ঘযুগ স্মরণে রাখবে। তবে সমাজের সমস্ত পেশাতেই গুটি কয়েক ব্যক্তি ব্যতিক্রম হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কলকাতার ঠাকুরপুকুর কবরডাঙার বাসিন্দা শিখা মণ্ডল অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকে টালিগঞ্জের এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের পর্যবেক্ষণে ছিলেন। গত মার্চেও সেখানে চিকিৎসা করিয়ে এসেছেনে। কিন্তু মার্চের শেষ নাগাদ ওই হাসপাতাল কলকাতার একটি করোনা (কোভিড-১৯)হাসপাতালে পরিণত হওয়ায়, ওই হাসপাতালে আউটডোরসহ অন্য কোনও রোগের চিকিৎসা আপাতস্থগিত রয়েছে। এদিকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শিখার প্রসবের সময় স্থিত ছিল। এই অবস্থায় গত ৬ এপ্রিল সকাল থেকে প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন শিখা দেবী। পেশায় গাড়ি চালক স্বামী গৌর মণ্ডল স্ত্রীকে নিয়ে বাঙুরেও যেতে পারছেন না। ফলে লকডাউনের মধ্যে প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা শিখা দেবীকে নিয়ে মহা বিপদে পড়েন গৌর মণ্ডল। এর মধ্যেই শিখা দেবী অনুভব করেন পেটে সন্তানের নড়াচড়া ধীরে ধীরে কমে আসছে।

এমন সময় এক সহৃদয় বন্ধুর থেকে বেহালার সেই পর্ণশ্রীর বাসিন্দা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কৌশিক রায়চৌধুরীর ফোন নম্বর পেয়ে ডাঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শিখা মণ্ডলকে পরীক্ষা করে ডাঃ রায়চৌধুরী বুঝতে পারেন সন্তানকে বাঁচাতে দ্রুত অস্ত্রপচারের প্রয়োজন। কারণ হৃদস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না। পেশায় গাড়ি চালকের আর্থিক সামর্থ্য তলানিতে। তাই অস্ত্রোপচার কোথায় হবে? শেষে ডাঃ রায়চৌধুরী নিজের এক বন্ধুর মাধ্যমে বেহালারই 'শকুন্তলা পার্ক নার্সিংহোমে' (রায়বাবুর নার্সিংহোম) যোগাযোগ করে চালকের আসনে গৌরবাবুকে বসিয়ে নিজের গাড়িতে করেই ডাঃ রায়চৌধুরী ৭ এপ্রিল শিখাদেবীকে এই নার্সিংহোমে এনে ভর্তি করেন। ঘড়িতে তখন রাত ৮টা।

অ্যানাস্থেটিকও চলে আসেন। ডাঃ রায়চৌধুরীর অস্ত্রোপচারে রাত ৮:৪৯-এ এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন শিখা দেবী। শিখা ও গৌরের সদ্যোজাত সন্তানের 'করোনাশ' নামকরণ করেন ডাঃ রায়চৌধুরী। ডাঃ রায়চৌধুরী জানান, 'করোনাকে জয় করে যার জন্ম তার নাম 'করোনাশ'ই সঠিক সিদ্ধান্ত। তবে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো মা ও সন্তানের কোনও করোনা সংক্রমণ নেই।' ডাঃ রায়চৌধুরী আরও জানান, 'তবে আমি কৃতজ্ঞ নার্সিংহোমের কাছে।

বন্ধ নার্সিংহোম

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর : মথুরাপুর থানার বাপুলিরচক গ্রামের ৭০ বছরের অবসর প্রাপ্ত এক স্কুল শিক্ষক গত ৯ এপ্রিল ইউরিন সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসা করতে জযনগরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। সেখান থেকে তাকে ১০এপ্রিল কলকাতার একটি বে সরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসার পাশাপাশি লালা রসের পরীক্ষা করা হয়, সেই পরীক্ষার রিপোর্টে আসে ১৪ এপ্রিল। রিপোর্টে করোনা পজেটিভ বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে জযনগর, মথুরাপুর সহ সারা জেলাজুড়ে। আর এই আতঙ্কে মানুষ দিশেহারা হযে পড়ে। জযনগরের ওই নার্সিংহোমের এবং কলকাতার সেই বেসরকারি নার্সিংহোমের ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মী ও অন্যান্য রোগীদের কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হযেছে বলে জানা গেল।জযনগরের ব্যানার্জী পাড়া মোড়ের ঐ নার্সিং হোমে বুধবার জযনগর—মজিলপুর পৌর সভার পক্ষ থেকে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয .এবং সচেতনতার মূলক সব রকমের ব্যবস্থা করে দেওযা হয। আপাতত এই নার্সিংহোমের কোয়ারেন্টাইনে ওখানকার চিকিৎসক,নার্স, কর্মী ও অন্য রোগীদের রাখার ব্যবস্থা করা হযেছে। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেল, ওই রোগীর সংস্পর্শে থাকা বিভিন্ন ব্যক্তি দের খোঁজ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে হোম কোয়ারিন্টনে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত হতে বারণ করা হচ্ছে এবং এই সময়ে বাড়িতে থাকতে বলা হচ্ছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com